ISO 9001, ISO 14001
& ISO 45001 Certified

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

জনসংযোগ পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
প্রশিক্ষণ একাডেমি ভবন (৩য় তলা)
নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
টেলিফোন: ০২-৮৯০০৩১৭
ই-মেইল: prdreb@gmail.com

স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০২১.৭২.১৭১.২২.৭৬৬

তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
২৮ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: বাপবিবো, পবিস এবং গ্রাহক প্রতিনিধির সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী।

মুখ্য আলোচক	:	পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর।
সভার তারিখ ও সময়	:	২৭/১২/২০২২ খ্রি. বেলা ১১:০০ ঘটিকা।
সভার ধরন	:	ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম।
সভার স্থান	:	অংশগ্রহণকারীগণের স্ব-স্ব অবস্থান।
উপস্থিতি	:	ক. বাপবিবো'র সকল পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। খ. উপ-পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী। গ. সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার। ঘ. সমিতির তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, সকল পবিস এবং ঙ. পবিস এর গ্রাহক (প্রতিটি পবিস থেকে নির্বাচিত কমপক্ষে ০২ জন গ্রাহক)।

সভায় মুখ্য আলোচক পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তরের সম্মতিক্রমে বাপবিবো'র তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর জনাব গাজী জহিরুল ইসলাম ভার্চুয়াল সভায় সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে অন্তর্ভুক্ত তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা,২০২২-২৩ এর কার্যক্রম নং-১.৫ এ বর্ণিত তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এর লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন ও প্রচারপত্র বিলি করার বিধান থাকায় দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধি বিধান বিষয়ে বাপবিবো'র তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ও পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

০২। আলোচনায় তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসংযোগ পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব গাজী জহিরুল ইসলাম তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব বোঝাতে ফরাসি বিপ্লব এর প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করেছেন। "Right to Say it" নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত জনসাধারণের মনোজগতের পরিবর্তন ও বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে ফরাসি জনসাধারণকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রতিপালনের মাধ্যমে "Right to know it" নিশ্চিত করা হয়েছে। "সিটিজেন চার্টার" ও "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা" বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে। তিনি বাপবিবো'র ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা বক্সসমূহের ন্যায় প্রতিটি পবিসের ওয়েবসাইট আপডেট করার জন্য পবিসের সিনিয়র জিএম/জিএম মহোদয়গণকে অনুরোধ জানান। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগনের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে জনগণের তথ্য জানার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য গ্রাহকের নিকট সহজলভ্য করে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন," "Right to Information" "Freedom of information" "Access to information"; all three are the similar laws in different parts of the world." তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি এ তিনটি বিষয়ে সকলকে আরো সচেষ্ট ও সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। Technology is king because of information. "The purpose of information is not knowledge. It is being able to take right action."

অতএব, গ্রাহকের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে বিধায় সকলকে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অ.পৃ.দ্র.

০৩। আলোচনায় তথ্য অধিকার বিষয়ে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পবিস-১ তাঁর বক্তব্যের শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তির কর্তব্য"। সংবিধানে বর্ণিত এই নির্দেশ অনুসরণ করে জনসেবা প্রদান নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেবা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন অফিসের কার্যাবলী সম্পর্কে জানা। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্তৃক দরকারি তথ্য প্রদান নিশ্চিতের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। তথ্য অধিকার আইন সাধারণত জনগণের তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের আইন আলোকিত আইন নামে পরিচিত। ১৭৬৬ সালে প্রথম সুইডেনে এ ধরনের আইন প্রবর্তিত হয়, যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সংবিধানেও তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি যথা- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিদ্যমান। বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের ইতিহাসে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন একটি অনন্য ঘটনা।

০৪। আলোচনায় তথ্য অধিকার বিষয়ে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, নারায়ণগঞ্জ পবিস-১ বলেন, তথ্যের অধিকার সার্বজনীন অধিকার,যা সবার আছে। তবে এ অধিকার পাওয়ার জন্য তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান জানতে হবে। তথ্য অধিকার সহজবোধ্য করার জন্য প্রতিটা সরকারি অফিসের ওয়েবসাইট আপডেট থাকাসহ সেখানে সিটিজেন চার্টার আপলোড করতে হবে। বাপবিবো/পবিস যেহেতু গ্রাহক বান্ধব সেবা দিয়ে থাকে, সেহেতু সেবা প্রদানে আন্তরিক থাকতে হবে। গ্রাহকদেরও তথ্যের আইনগত অধিকার সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। এছাড়াও, তিনি তথ্য অধিকার বিষয়ে গ্রাহকগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, জোনাল/সাব-জোনাল অফিসে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার, এজিএম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিপরীতে ল্যাপটপ বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা পেশ করেন।

০৫। সভায় মুখ্য আলোচক পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তরের বলেন যে, সুনাগরিক হিসেবে দেশের আইন কানুন সম্পর্কে জানতে হবে। বাপবিবো/পবিস যেহেতু গ্রাহক নির্ভর সেবা দিয়ে থাকে সেহেতু আমাদের এই আইন ভালোভাবে জানা উচিত। তিনি বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন, যেসব তথ্য প্রকাশ/প্রদানযোগ্য তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এছাড়াও, সেচ সংযোগের বিষয়ে সেচ গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে সেবা সহজীকরণের জন্য তিনি পবিস সমূহকে আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি সমিতির মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংগ্রহ,তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্য সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে ল্যাপটপ বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাবনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উপস্থাপনের পরামর্শ দেন। পরিশেষে তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও জনগণের স্বার্থ নিশ্চিত করার আহবান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ আবদুল হাই)
পরিচালক

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব)/নির্বাহী পরিচালক/ প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), বাপবিবো।
০২। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্য. প. (কে.অ./উ.অ./দ.অ./পূ.অ./প.অ.) পরিদপ্তর, বাপবিবো।
০৩। সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/প্রকল্প অফিস/বিভাগ প্রধান, বাপবিবো।
০৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো **(ওয়েবসাইট এ আপলোড করার অনুরোধসহ)**।
০৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস।
০৬। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো।
০৭। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/সমিতি ব্যবস্থাপনা/বিতরণ ও পরিচালন) বাপবিবো।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, এপিএ বাস্তবায়ন কমিটি, বাপবিবো।
০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এনার্জি অডিট এন্ড ট্যারিফ-এর কার্যালয়, বাপবিবো।